Bengali Honours
Semister – II
202-BNGH-C-4
বাংলা ছন্দ

'ছন্দ' নিয়ে আজ চতুর্থ ক্লাস। প্রথম ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম — ছন্দের সাধারণ পরিচয়, ছন্দের পরিভাষা 'দল' ও 'মাত্রা' নিয়ে। দ্বিতীয় ক্লাসে 'যতি', 'ছেদ', পর্ব, নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। তৃতীয় ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম পঙক্তি, ছত্র, স্তবক, চরণ, লয় নিয়ে।

ছন্দের পরিভাষাগুলি ভালোভাবে অনুশীলন করবে।

আজ আমরা বাংলা ছন্দের শ্রেণি বিভাগ ও একটি ধারা নিয়ে আলোচনা করব।

উদাহরণ — ১

'দ্যাখো দ্যাখো~ আজকে যেন~
শ্রাবণ পূর্ণিমায়~
সোনার থালা~ আটকে আছে~
নীল আকাশের~ গায়'~। (নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী)

উদাহরণ — ২

'আকাশে ছড়ায়~ পূর্ণচাঁদের বাণী~
শ্রাবণ-রাত্রি~ হাসে~
দেখে মনে হয়~, স্বর্ণপাত্রখানি~
নীল সমুদ্রে~ ভাসে'~। (নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী)

উদাহরণ — ৩

দ্যাখো ওই পূর্ণচন্দ্র~ শ্রাবণ-আকাশে'~
স্বর্ণের পাত্রটি যেন~ শূণ্য 'পরে ভাসে'~। (নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী)

একটি বক্তব্যকে ভিন্ন ভিন্ন তিনটি সুরের প্রবাহে সাজিয়ে আবৃত্তি বা পাঠের ব্যবস্থা করলাম। স্পষ্টত বোঝা যাচ্ছে প্রতিটি পাঠেই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। এই স্বাতন্ত্র্য পর্বের গঠন, পর্বের মাত্রা, মাত্রা গণনা পদ্ধতি, লয় — প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্বতন্ত্র। উপরে উদ্ধৃত তিনটি উদ্ধৃতিতেই আছে বাংলা ছন্দের মূল কাঠামো। এই মূল কাঠামোর বৈচিত্র্যকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে তিনটি শ্রেণি। বাংলা ছন্দের মূল তিনটি শ্রেণি হল —

ক) দলবৃত্ত
খ) কলাবৃত্ত
গ) মিশ্রবৃত্ত

আজ আলোচনা করব 'দলবৃত্ত ছন্দ'। এই ধারার একটি উদাহরণ দিয়ে বৈশিষ্ট্যগুলি সনাক্তকরণ করব।

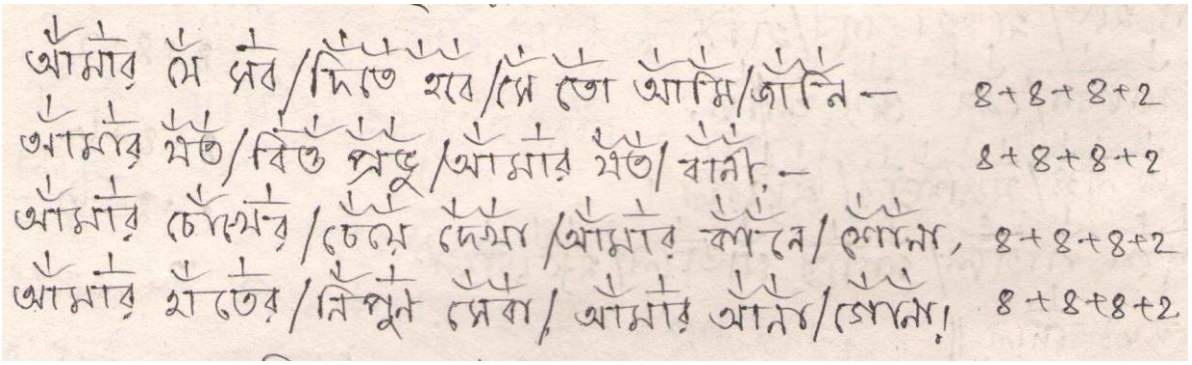

উপরের উদাহরণটিতে যে বৈশিষ্ট্যগুলি পাওয়া গেল —

ক) পঙক্তি — চারটি।

খ) প্রতিটি পঙক্তিতে চারটি করে পর্ব আছে।

গ) প্রতিটি পূর্ণপর্ব ৪ মাত্রা এবং অপূর্ণ পর্ব ২ মাত্রা বিশিষ্ট। এই ছন্দের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য এই পূর্ণ পর্বের মাত্রা দৈর্ঘ্য — সাধারণত ৪ মাত্রা।

ঘ) মাত্রা গণনা পদ্ধতি — প্রতিটি মুক্তদলের মাত্রা — ১ মাত্রা এবং প্রতিটি রুদ্ধদলের মাত্রা — ১ মাত্রা ধরা হয়েছে। আসলে প্রতিটি দলেরই উচ্চারণ হ্রস্ব প্রকৃতির — তাই মুক্ত ও রুদ্ধ দল নির্বিশেষে ১ মাত্রা ধরা হয়েছে। এই ছন্দের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য এই মাত্রা গণনা পদ্ধতি।

ঙ) প্রতিটি পর্বেরই শুরুতে একটি শ্বাসাঘাত বা প্রস্বর পড়েছে। এই বৈশিষ্ট্যটি 'দলবৃত্ত' ছন্দের মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

চ) প্রতিটি পর্বের শেষের সুরের প্রবাহ বা লয় দ্রুত প্রকৃতির হয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যটিকে পণ্ডিত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে দাবি করেছেন, তবে অন্যান্য পণ্ডিতেরা তা মানতে চাননি। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় 'দলবৃত্ত ছন্দে'র লয় দ্রুত প্রকৃতির হয়।

ছ) আবৃত্তির সময় ছড়া আবৃত্তির মতো একটি দ্রুত সুরের প্রবাহ অনুভূত হচ্ছে। তাই এই ছন্দটিকে 'ছড়ার ছন্দ'ও বলা হয়।

উপরের উদাহরণটিকে বিশ্লেষণ করে যে বৈশিষ্ট্যগুলি পাওয়া গেল তা থেকে আমরা এই ছন্দের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি পেয়ে যাই। বৈশিষ্ট্যগুলি সূত্রাকারে এইরকম —

এক ॥ 'দলবৃত্ত ছন্দ'-এ মুক্ত দল ও রুদ্ধ দল উভয়ই হ্রস্ব উচ্চারিত হয় — তাই উভয়ের মাত্রা দৈর্ঘ্য ১ (এক) মাত্রা ধরা হয়। এই বৈশিষ্ট্যটি এই ছন্দের মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

দুই॥ পূর্ণ পর্ব সাধারণত ৪ মাত্রা (অর্থাৎ চারটি দলের) হয়ে থাকে। এই বৈশিষ্ট্যটি এই ছন্দের মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

তিন॥ মুক্ত দল ও রুদ্ধ দলের উচ্চারণ দৈর্ঘ্য সব থেকে গুরুত্ব পূর্ণ — এই বৈশিষ্ট্যটিকে ভিত্তি করেই ছন্দের বৈচিত্র্য।

চার॥ প্রতিটি পর্বের আদিতে শ্বাসাঘাত বা প্রস্বর পড়ে। এই বৈশিষ্ট্যটি এই ছন্দের মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

পাঁচ॥ ছান্দসিক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের মতে 'দলবৃত্ত' ছন্দের প্রতিটি পর্বের শেষের সুরের প্রবাহ বা লয় 'দ্রুত' প্রকৃতির হয়। তবে মধ্যম ও ধীর লয়ের 'দলবৃত্ত' ছন্দও দেখা যায়।

ছয়॥ পর্বের আদিতে অতিপর্ব এবং পর্বের শেষে অপূর্ণ পর্ব থাকতে পারে — তবে এই বৈশিষ্ট্যটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য নয়।

সাত॥ 'দলবৃত্ত' ছন্দের ভঙ্গি লঘু, চপল, সরস — কথ্য ভাষাতেই এর সমাদর।

এই ছন্দ ধারাটি বুঝতে উপরের উদাহরণ ও তার বিশ্লেষণটিকে খুব গুরুত্ব দিতে হবে। এভাবে ক্লাসে বেশি উদাহরণ দেওয়ায় সীমাবদ্ধতা আছে, তাই তোমরা বাড়িতে যে উচ্চ-মাধ্যমিকের বাংলা বই আছে সেখান থেকে কবিতা নির্বাচন করে অনুশীলন করতে পার। যত বেশি অনুশীলন করবে তত দ্রুত বিষয়টি আয়ত্তে আসবে।